“অদম্য নারী পুরস্কার” কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

“অদম্য নারী পুরস্কার” কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

পটভূমি:

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমরা সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। এর সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে (যেমন- সিডও)। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ আমাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দায় হিসেবেও জাতীয় উন্নয়ন কৌশল পত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন নারী বান্ধব উদ্যোগের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটি মডেল হিসাবে গণ্য হচ্ছে, সেখানেও বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের সামগ্রীক অগ্রযাত্রা ও নারীর অগ্রযাত্রা পরস্পরের পরিপূরক। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নারীর সাফল্য, নারীর জীবন সংগ্রাম, নারীর উন্নয়ন গোটা জাতির সামনে তুলে ধরা আবশ্যক।

নারী সমাজের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা দূর করে নারীদেরকে সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করার শক্তিতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উদযাপন কালে দেশব্যাপী “অদম্য নারী পুরস্কার” শীর্ষক একটি অভিনব প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূলের সকল নারী তথা অদম্য নারী অনুসন্ধান করে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান অন্যান্য নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, সমাজ নারী বান্ধব হবে এবং এতে করে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অদম্য নারী; হচ্ছে সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর একটি প্রতিকী নাম। কার্যক্রমটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর দেশ ব্যাপী পরিচালনা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

১। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদম্য নারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের অদম্য নারী হতে অনুপ্রাণিত করা।

২। নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে অদম্য নারীদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দিবসগুলো যথাযথভাবে উদযাপন করা।

<u>৫ (পাঁচ)টি ক্যাটাগরির অদম্য নারী:</u>

নিম্নরূপ ৫ (পাঁচ) টি ক্যাটাগরিতে অদম্য নারী নির্বাচন করা হয়:

ক) **অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী:** একজন নারী যিনি স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে (যেমন: একজন নারী যিনি এলাকার বাজারে প্রথম দোকান দিয়েছেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং এগিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। কিংবা একজন নারী যিনি নিজে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে)।

খ) **শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী:** একজন নারী যিনি নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন (যেমন: একজন অদম্য নারী যিনি দারিদ্র ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকুলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে জয় করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিংবা যিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথবা যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন)।

গ) **সফল জননী নারী:** একজন নারী যিনি একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যারা বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যেমন: একজন বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারী যার সকল সন্তানই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)।

ঘ) **নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী:** নির্যাতনের শিকার নারী যিনি প্রাণপন চেষ্টা করে নির্যাতনের বিভীষিকা পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করে সফল হয়েছেন (যেমন: একজন নারী যার হাতের আঙ্গুলগুলো তার স্বামী কেটে দিয়েছিল শুধু পড়ালেখা করতে চাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি, পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন কিংবা একজন নারী যিনি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারপরও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

ঙ) **সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী:** সমাজের যে কোনধরণের অন্যায় বা অসংগতি, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে যে নারী নানাবিধ সফল উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমাজ গঠনে প্রসংশনীয় অবদান রেখেছেন (যেমন: একজন নারী যিনি স্ব উদ্যোগে দরিদ্র ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন অথবা মাদকাসক্তি নির্মূলে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

তবে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে ক্যাটাগরি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন সংযোজনের সুযোগ থাকবে।

<u>বিভিন্ন পর্যায়ে অদম্য নারী বাছাই প্রক্রিয়া:</u>

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব-স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ডে কাউন্সিলরগণ স্ব-স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত নারীর নাম প্রস্তাব, সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্তসহ উপজেলায় প্রেরণ।
- প্রত্যেক ক্যাটাগরির জন্য মনোনীত শ্রেষ্ঠ নারীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর প্রত্যয়নসহ ইউনিয়ন কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে একজন করে শ্রেষ্ঠ নারীর প্রস্তাব, জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরির প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বিভাগীয় কমিটি সকল জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে ২ জন করে ১০ জন (short list) শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী নির্বাচন করবে এবং তা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন অদম্য নারীর তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

<u>বাছাই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত জীবনবৃত্তান্ত ছক: (পৃথকভাবে সংযুক্ত)</u>

১। নারীর পরিচিতিমূলক তথ্যাবলী:
নাম, ঠিকানা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সন্তানের সংখ্যা, পিতার নাম ও ঠিকানা, স্বামীর নাম ও ঠিকানা।

২। নারীর আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী:
নারীর নিজস্ব সহায় সম্পদ, পিতার ও স্বামীর আর্থিক অবস্থা। নারীর পূর্বের ও বর্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র।

৩। নারীর আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা সংক্রান্ত বিবরণ।

৪। কোন ক্যাটাগরির জন্য নারীকে মনোনীত করা হয়েছে? বিস্তারিত কারণসহ (বুলেট ফরমে)।

৫। নির্বাচিত নারীর জীবনবৃত্তান্তটি এমন হবে যে, তা থেকে নারীর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রীক চিত্র পাওয়া যায় এবং যা ক্যাটাগরি ভিত্তিক মূল্যায়ণে সহায়ক ও সংগতিপূর্ণ হয়।

৬। প্রতিটি পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যাচাইক্রমে সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষর।

৫ (পাঁচ)টি ক্যাটাগরির মূল্যায়ন ছক:

ক) **অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী:**

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাফল্যের তুলনামূলক মূল্যায়ন	১০	
কর্মসংস্থান যোগ্যতা (Employability)	১০	
অনুকরণ যোগ্যতা (Replicability)	১০	
প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
স্থায়িত্বশীলতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
অভিনবত্বের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
উদ্যোগটি অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	

খ) **শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী:**

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন	১০	
চাকুরিক্ষেত্রে অর্জন	১০	
পারিবারিক পশ্চাদপদতার মাপকাঠিতে অর্জন	১০	
সামাজিক প্রতিকূলতার মাপকাঠিতে অর্জন	১০	
দারিদ্রতার মাপকাঠিতে অর্জন	১০	
বিরল নজির সৃষ্টির মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
অর্জিত সাফল্য অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	

গ) **সফল জননী নারী:**

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
সন্তানদের সুশিক্ষার বিবেচনায় অর্জন	১০	
সন্তানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় অর্জন	১০	
সন্তানদের আর্থিক প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় অর্জন	১০	
জননীর আর্থিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
জননীর সামাজিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
পারিপার্শ্বিক বৈরীতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
জননীর একক (বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্ত/স্বামীর অসুস্থতা/পঙ্গুত্ব ইত্যাদি) উদ্যোগের বিবেচনায় অর্জন	১০	

ঘ) নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী:

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
নির্যাতনের প্রকৃতির বিবেচনায় অর্জন	১০	
নির্যাতনের মাত্রার বিবেচনায় অর্জন	১০	
দারিদ্র বিবেচনায় অর্জন	১০	
পারিবারিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
সামাজিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
প্রাপ্ত পারিপার্শ্বিক সহায়তার বিবেচনায় অর্জন	১০	
অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার বিবেচনায় মূল্যায়ন	১০	

ঙ) **সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী:**

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
অবদানের সামাজিক প্রভাবের বিবেচনায় মূল্যায়ন	১০	
পারিবারিক পশ্চাদপদতার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
নারীর আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
অবদানের স্থায়ীত্বশীলতা	১০	
পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সহায়তা বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিবেচনায় অবদানটির মূল্যায়ন	১০	

বিভিন্ন পর্যায়ের যাচাই/বাছাই কমিটি সমূহ:

(ক) ইউনিয়ন কমিটি:

ক্র: নং	ইউনিয়ন কমিটি	কমিটির অবস্থান	মন্তব্য
১।	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রশাসক	আহবায়ক	ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্য অনুপস্থিত থাকলে কমিটির আহবায়ক ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র নারী শিক্ষককে মনোনয়ন প্রদান করবেন।
২।	সকল ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য/ইউনিয়নে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র নারী শিক্ষক	সদস্য	
৩।	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তা	সদস্য	
৪।	ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	সদস্য সচিব	

কমিটির কর্মপরিধি:

১। সফল নারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে;

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত ছকসহ আবেদন সংগ্রহ করতে হবে;

৩। আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে নারী নির্বাচনপূর্বক তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে; এবং

৪। উপাজেলা কমিটির নিকট আবেদন প্রেরণের পূর্বে ছবি সত্যায়িতসহ জীবনবৃত্তান্ত ছকে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সার্টিফাই/প্রত্যয়ন করবেন।

(খ) সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ড কমিটি:

ক্র: নং	সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকা ওয়ার্ড কমিটি	পদবি	মন্তব্য
১।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা	আহবায়ক	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সকল ওয়ার্ড কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।
২।	ওয়ার্ডের সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য	---
৩।	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সকল ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কর্মপারিধি:

১। পৌর/সিটি কর্পোরেশনের সফল নারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে;

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত ছকসহ আবেদন সংগ্রহ করতে হবে;

৩। আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে নারী নির্বাচনপূর্বক তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে; এবং

৪। উপাজেলা কমিটির নিকট আবেদন প্রেরণের পূর্বে ছবি সত্যায়িতসহ জীবনবৃত্তান্ত ছকে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সার্টিফাই/প্রত্যয়ন করবেন।

উপজেলা কমিটি:

১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
২।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা/সমাজ সেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৩।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪।	পৌরসভার একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
৫।	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/প্রোগ্রাম অফিসার	-	সদস্য সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

১। ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে অদম্য নারী নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ।
২। জেলা কমিটির নিকট প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সার্টিফাই করতে হবে।
৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

সদর উপজেলা বিহীন সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য কমিটি:

১।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	আহবায়ক
২।	সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৩।	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬।	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার	-	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

১। ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে অদম্য নারী নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ।
২। জেলা কমিটির নিকট প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সার্টিফাই করতে হবে।
৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

জেলা কমিটি:

১।	জেলা প্রশাসক	-	আহবায়ক
২।	উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা/সমাজ সেবা	-	সদস্য
৩।	জেলা মাধ্যমিক/প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪।	পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
৫।	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (জেলা পর্যায়ের)	-	সদস্য সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

১। উপজেলা কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ (এক) জন করে অদম্য নারী নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ।

২। বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সার্টিফাই করতে হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কমিটির সভাপতি প্রতিটি ক্যাটাগরির নির্বাচিত অদম্য নারীদের জীবনবৃত্তান্ত ছকে প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

৪। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

বিভাগীয় কমিটি:

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-	আহবায়ক
২।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার জেলা প্রশাসক	-	সদস্য
৩।	বিভাগীয় পর্যায়ের ২ (দুই) জন কর্মকর্তা (কমিশনার মনোনয়ন করবেন)	-	সদস্য
৪।	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার)	-	সদস্য সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটি কর্মপরিধি:

জেলা থেকে প্রাপ্ত অদম্য নারীদের প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে ২ (দুই) জন করে ১০ (দশ) জনের একটি শর্ট লিস্ট তৈরি করবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারক মন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবেন।

বিচারক মন্ডলী:

ইউনিয়ন পর্যায় হতে উপজেলা ও উপজেলা পর্যায় হতে জেলা এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করে প্রতি জেলায় ৫টি ক্যাটাগরিতে ৫ জন করে নির্বাচিত অদম্য নারীদের মধ্য হতে বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে যে ১০ জনের শর্ট লিস্ট তৈরি করা হবে তাদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে ৫ জন অদম্য নারী নির্বাচনের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বিচারক মন্ডলী গঠন করতে হবে।

বিচারক মন্ডলীর গঠন:

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের ২ জন সরকারি কর্মকর্তা	-	সদস্য
৩।	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের প্রোভাইস চ্যান্সেলর/অধ্যক্ষ/অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য

বিচারক মন্ডলীর কর্মপরিধি:

বিচারক মন্ডলী অনুষ্ঠানের দিন বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শর্ট লিস্টেড ১০ জন অদম্য নারীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে ১ জন করে ৫ জন অদম্য নারী চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবেন।

মনিটরিং কমিটি:

১।	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন সিনিয়র কর্মকর্তা	-	সভাপতি
২।	উপপরিচালক (প্রশাসন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	-	সদস্য
৬।	উপপরিচালক (সংশ্লিষ্ট শাখা)	-	সদস্য সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

মনিটরিং কমিটির কর্মপরিধি:

১। প্রতিবছর কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করবেন।

২। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সময় সময় মহাপরিচালককে অবহিত করবেন।

উপদেষ্টা কমিটি:

১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-	আহবায়ক
২।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)	-	সদস্য
৪।	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	-	সদস্য সচিব

* কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

উপদেষ্টা কমিটির কর্মপরিধি:

১। প্রতি বছর নীতিমালায় উল্লিখিত ক্যালেন্ডার ও নির্দেশনাবলী অনুযায়ী অনুষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে দিক নির্দেশনা প্রদান।

২। অনুষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ প্রদান।

অদম্য নারী বাছাই/নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয়াদি:

১। প্রকৃত অর্থে যে সকল নারী সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেবলমাত্র তাদেরকেই আবেদনের জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা যাবে।

২। বাছাই কালে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

৩। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা নিজে/তাঁর সাথে সম্পর্ক রয়েছে (First blood) এমন কেউ আবেদন করতে পারবেন না।

৪। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বিচারক মন্ডলীতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না। তিনি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। আপেক্ষিক বিবেচনায় সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬। বাছাই কাজে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত কোনো নারীকে অদম্য নারী নির্বাচনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৭। ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে আবেদন চেয়ে ব্যাপক প্রচারনা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। নির্বাচন/বাছাই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে।

অনুষ্ঠান আয়োজন:

- ইউনিয়ন পর্যায় এবং পৌর এলাকার ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্য হতে উপজেলায় ৫টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৫ জন অদম্য নারীকে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপনকালে অথবা দিবসকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মাননা প্রদান করা।
- উপজেলা পর্যায় এবং পৌর এলাকার ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্য হতে জেলায় ৫ ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৫ জন অদম্য নারীকে জেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপনকালে অথবা দিবসকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মাননা প্রদান করা।
- জেলা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত অদম্য নারীদের জীবনবৃত্তান্ত বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি যাচাই/বাছাই করে বিভাগীয় পর্যায়ে তাঁদের জন্য একটি সংবর্ধনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা।
- বিভাগীয় পর্যায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
- বিভাগীয় অনুষ্ঠানে ৩ জন প্যানেলিস্ট থাকবেন; যাদের মধ্যে ২ জন নারী ও ১ জন পুরুষ থাকবেন।
- সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুরুতেই উপস্থিত নারীদের দেশের অগ্রযাত্রায় তাদেঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের প্রতিনিধি/অনুষ্ঠানের সভাপতি বক্তব্য রাখবেন।
- বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে প্রেরিত ১০ জনের শর্ট লিস্ট হতে বিচারক মন্ডলী অনুষ্ঠানের দিন দর্শকদের উপস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ ৫ জন অদম্য নারী নির্বাচন করে তাঁদের নাম ঘোষণা করবেন।
- বিভাগীয় অনুষ্ঠানে ৫টি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৫ জন শ্রেষ্ঠ অদম্য নারীকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও সম্মানী প্রদান করা।
- বিভাগীয় অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায় থেকে আগত অন্যান্য অদম্য নারীদেরও ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও সম্মানী প্রদান করা।
- বিভাগীয় পর্যায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে বিভিন্ন বিভাগে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
- অনুষ্ঠানের আয়োজনের সাথে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা।

প্রচার প্রচারণা ও প্রকাশনা:

- বিভিন্ন বিভাগে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার জন্য বিটিভি/স্বনামধন্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে সম্পৃক্তকরণ।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন/বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি ইভেন্টের (বিভাগ ভিত্তিক) যাবতীয় চিত্র গ্রহণ, সম্পাদন এবং তা প্রচারণা ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা, বিজ্ঞাপন প্রচার ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকাকে সম্পৃক্তকরণ।
- টেলিভিশন চ্যানেলে অনুষ্ঠান প্রচারের নির্ধারিত দিনের আগে থেকেই পুনঃপুনঃ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে। পত্রিকায়ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
- অনুষ্ঠান প্রচারের যাবতীয় কারিগরি বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে বিটিভি, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল।
- অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচারনার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব, নতুনত্ব, সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, দর্শক প্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয় বিবেচনায় রেখে টিভি চ্যানেল এবং পত্রিকাকে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রচার করতে হবে।
- অদম্য নারীর ব্যাপক প্রচারের জন্য অদম্য নারীর লোগো এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হবে।
- উপজেলা/জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অদম্য নারীদের জীবন গাঁথা নিয়ে সংকলন প্রকাশ।
- স্থানীয় পত্র পত্রিকায় অদম্য নারী নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া।
- পোস্টার, লিফলেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা।
- ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়ে মাইকিং এর ব্যবস্থা করা।

অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়:

১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে “অদম্য নারী পুরস্কার” কার্যক্রমে প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

২। প্রতি বছর বাজেট প্রাপ্তির পর তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাজন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৩। পিপিএ- ২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং প্রযোজ্য আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৪। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যে দৈনিক সংবাদপত্র এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা হবে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের সময়সীমা:

কাজের বিবরণ	সময়সীমা
- বাজেট অনুমোদন ও অর্থ সংস্থান; - সংশ্লিষ্ট সকলকে পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা সম্বলিত পত্র প্রেরণ; - মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সম্মতিক্রমে বিভাগীয় কমিশনারদের মাসিক সভায় বিষয়টি উপস্থাপন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা; - মন্ত্রিপরিষদ হতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা মাঠপর্যায়ে প্রেরণ; - ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে/জেলা পর্যায়ে/বিভাগীয় পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় উপস্থিত হয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিতভাবে বিষয়টি অবহিতকরণ।	৩০ আগস্ট ১৫ সেপ্টেম্বর ৩০ সেপ্টেম্বর ১৫ অক্টোবর
- ইউনিয়ন পর্যায় হতে বাছাইক্রমে উপজেলায় প্রেরণ; - উপজেলা পর্যায়ে যাচাই/বাছাইক্রমে জেলায় প্রেরণ।	৩০ অক্টোবর ১৫ নভেম্বর
- জেলা পর্যায়ে যাচাই/বাছাইক্রমে বিভাগে প্রেরণ	৩০ নভেম্বর
- বিভাগীয় পর্যায়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন	৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে

বি: দ্র:

১। বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি পূর্বোক্ত পাঁচটি ক্যাটাগরির প্রত্যেকটির জন্য শ্রেষ্ঠ মহিলা প্রদত্ত মূল্যায়ণ ছকের ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করে উর্ধ্বতন কমিটির নিকট সুপারিশ করবেন। প্রত্যেক ক্যাটাগরির জন্য শ্রেষ্ঠ মহিলা সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনবৃত্তান্তের যথার্থতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই করে কমিটি সত্যতা সম্পর্কে যৌথভাবে প্রত্যয়ন করবে। কোন ধরণের অসত্য তথ্য বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রমাণিত হলে মনোনয়নকারী কমিটির উপর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।

২। এ কার্যক্রম পরিচালনা কালে এর সময়সীমা, ব্যয় পরিকল্পনা ও এর পরিধি প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

"অদম্য নারী পুরস্কার" কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মনোনীত প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত ছক

সত্যায়িত ছবি

ক্যাটাগরীর নাম :
পর্যায় (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা):

১. নাম :

২. পিতা/স্বামীর নাম :

৩. মাতার নাম :

৪. ঠিকানা : বর্তমান:

স্থায়ী:

৫. বয়স :

৬. বৈবাহিক অবস্থা :
(বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা হলে
তারিখ উল্লেখ করতে হবে)

৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৮০. পেশা :

৯. সন্তান সংখ্যা :

১০. আর্থিক অবস্থা :
প্রার্থীর নিজস্ব সম্পদ।
পিতার আর্থিক অবস্থা (পেশা ও আয়):
স্বামীর আর্থিক অবস্থা (পেশা ও আয়):

১১. প্রার্থীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও
পূর্বের আর্থিক অবস্থার
তুলনামূলক চিত্র :

১২.	প্রার্থীর আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা সংক্রান্ত বিবরণ (বুলেট ফরমে) ৬০০ শব্দ	:
১৩.	কোন ক্যাটাগরীর জন্য মনোনীত	:
১৪.	উপরোক্ত ক্যাটাগরীতে মনোনীত করার কারনসমূহ (বুলেট ফরমে)	:
১৫.	মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির পক্ষে প্রত্যয়ন	: আমি .... পদবি .... "অদম্য নারী পুরস্কার" শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় গঠিত .... পর্যায়ের কমিটির পক্ষে প্রত্যয়ন করছি যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার/প্রপাগান্ডার মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল আবেদন যাচাই ও মূল্যায়ন করে উপরোক্ত মনোনীত প্রার্থীর সকল তথ্যাদি সরজমীনে যাচাই করে সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উপরোক্ত ক্যাটাগরীতে .... পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থী হিসাবে কমিটির সকল সদস্যদের নিয়ে যৌথভাবে মনোনিত করে উর্ধতন কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করলাম। এ বিষয়ে পরবর্তিতে প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে যে কোন প্রশ্নের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং কমিটির সকল সদস্যগণ যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকলাম।

স্বাক্ষর ও সীল

বি: দ্র: প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করা যাবে।